লেখিকার কথা

সমাজে জ্ঞানী, গুণী, ধার্মিক এবং ভালো নামে পরিচিত কিছু মানুষকে দেখেছি যারা স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের সাথে মোটেও ভালো ব্যবহার করে না। স্ত্রীদের এমন সব দোষ তারা ধরেন এবং সেই দোষের সূত্র ধরে এমন আচরণ করেন যার জন্য সংসারটা একটা অশান্তির আখড়া হয়ে যায়।

এক স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরিবারটিকে আমার কাছে সুখি পরিবারই মনে হলো। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আচরণ দেখে 'থ' হয়ে গেলাম। ভদ্র লোক তার স্ত্রীর যেসব দোষ আমার সামনে তুলে ধরলেন তাতে আরও অবাক এবং বিরক্ত হলাম। তার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে পড়ল আমার জন্য।

ভদ্রলোকের তিনটি ছেলে। বড় ছেলেটি প্রতিবন্ধি আর ছোট ছেলেটা যে কি পরিমাণ দুষ্ট আর জেদী তা কল্পনা করার মতো না। মেঝ ছেলেটা মোটামুটি। এই তিনটি বাচ্চাকে সামলিয়ে রান্না-বান্না, ঘর-সংসার, মেহমান, আত্মীয়-স্বজন সব সামাল দিয়ে স্ত্রীকে আবার সেজে গুজে টিপ টপ হয়ে থাকতে হবে। আরো আছে 'ভদ্রলোকের টুপি, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, প্যান্ট, শার্ট, চাহিবা মাত্র দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।' এমনকি তার কাপড় চোপড় ইস্ত্রি করে রাখা সব স্ত্রীকেই করতে হবে। এতো কাজের মধ্যে একটু এদিক ওদিক হলেই 'সংসার করার অযোগ্য মহিলা' বলে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক যখন তিরস্কার করতেন তখন ভদ্রমহিলা যার পর নাই কষ্ট পেতেন।

এই ধরনের অনেক পুরুষের কথাই শুনেছি তাদের স্ত্রীদের কাছে। একবার এক ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন "আপা আত্মহত্যা করলে যদি গুনাহ না হতো, কিংবা মৃত্যু কামনা করা যদি জায়েয হতো তাহলে আমি তাই করতাম।"

বললাম "কি যে বলেন, আপনার কি সুন্দর সাজানো, গোছানো সুখের সংসার...।"

"আমার সংসার? আমার সংসার দেখলেন কোথায়? আমি তো এ সংসারে একটা বান্ধা কাজের বুয়া। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কিছু মূল্য আছে এ সংসারে? আমাকে সাজতেও হয় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

সমাজ সংগঠন ঃ এই সমাজ সংগঠনের সদস্য দুই শ্রেণীর। নারী ও পুরুষ। তাই সমাজকে সুন্দর শান্তিময় গতিশীল, পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার কতোখানি এবং কে কিভাবে পালন করবে তা বুঝে নেওয়ার দরকার। আর এই সমাজের কাছে কার কতোখানি অধিকার তাও সঠিকভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

নারী পুরুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা "মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা মানুষকে যাবতীয় ভালো কাজের আদেশ করে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে তাদের এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ, শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা তওবা : ৭২)

অর্থাৎ মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পর একটা আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ গড়ার সহযোগী। তারা–

১. নিজেরা ভালো কাজ করবে।

২. খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং পুরুষরা পুরুষদের ও নারীরা নারীদের ভালো কাজ করার নির্দেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এর প্রতিদানে তারা পাবে– আল্লাহর সন্তোষ। যাকে বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

আর আল্লাহর সন্তোষ মানেই তো– দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ।

নারী ও পুরুষ মানব জাতির দুইটি অংশ। সমাজ গঠনে, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে, মানবতার সেবায়– উভয়ে সমান অংশিদার। মনমস্তিষ্ক ব্যথা-কষ্ট, সুখ, আনন্দ, বিবেক-বুদ্ধি, অনুভূতি মানবিক প্রয়োজন উভয়েরই আছে।

মাওলানা মওদূদী (রহ.) বলেন, "তামাদ্দুনিক সংস্কার ও উন্নতি বিধানের জন্য উভয়ের মানসিক উন্নতি, মস্তিষ্ক চর্চা, বিবেক ও চিন্তা শক্তির বিকাশ সমভাবে প্রয়োজন, যাহাতে তামাদ্দুনিক সেবায় প্রত্যেকে আপন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই দিক দিয়া সমতার দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। পুরুষের মতো নারীকেও তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধন করিতে সুযোগ দেওয়ার একটা সৎ তমদ্দুনের একান্ত দাবী। জ্ঞানার্জন ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ তাহাকে দিতে হইবে। পুরুষের ন্যায় তাহাকেও তামাদ্দুনিক ও আর্থিক অধিকার দিতে হইবে। সমাজে তাহাকে এমন মর্যাদা দান করিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে আত্মসম্মানের অনুভূতির উদ্রেক হয় এবং ঐ সকল মানবীয় গুণের সঞ্চার হয় যাহা শুধু আত্মসম্মানের অনুভূতির দ্বারাই হইতে পারে। যে সকল জাতি এই ধরনের সমতা অস্বীকার করিয়াছে, যাহারা নিজেদের নারী সমাজকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, লাঞ্ছিত ও সামাজিক অধিকারসমূহ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে তাহারা স্বয়ং অধঃপতনের গহবরে পতিত হইয়াছে। কারণ মানব জাতির অর্ধাংশকে অধঃপতিত করার অর্থ মানবতাকে অধঃপতিত করা।

হীনা, লাঞ্ছিতা মাতার গর্ভ হইতে সম্মানী– অশিক্ষাতা মাতার লালনাগার হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অধঃপতিতা মাতার ক্রোড় হইতে উন্নত চিন্তার মানুষ আশা করা বৃথা।" (পর্দা ও ইসলাম)

নারী পুরুষের সম্পর্ক ঃ মানব সভ্যতার প্রথম ও জটিলতম সমস্যা হলো সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন হবে?

সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের সঠিক রূপ নির্ধারণ করতে না পারা পর্যন্ত সামাজিক এবং পারিবারিক স্বস্তি ও শান্তির দরজা বন্ধ। পরিবারের মধ্যে তাদের পদমর্যাদা দায়িত্ব এবং অধিকার কেমন হবে– এর সমাধানে মানুষ অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ হয়েছে।

আর বর্তমান কালে আমাদের সমাজের সভ্যতার মাপকাঠিই যেনো এই বিষয়টি। এবং আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় বস্তুই হলো নারীর ক্ষমতায়ন"।

নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মতবিরোধ ঃ সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও মতবিরোধ দেখতে পাই।

এই বিষয়টি অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট– যেনো একই ধারায় চলছে।

নারী মাতারূপে সন্তানকে (পুরুষ) গর্ভেধারণ, স্তনদান ও লালন-পালন করছে, অর্ধাংগিনীরূপে জীবনের উত্থান পতনে পুরুষকে সাহায্য করেছে। আর ক্ষমতাদর্পী পুরুষ সেই নারীকে সেবিকা বা দাসীর কাজে নিযুক্ত করেছে।

গরু ছাগলের মতো বেচা-কেনা করেছে। মালিকানা ও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাকে পাপ ও লাঞ্ছনার প্রতিমূর্তি করে রেখেছে। তাকে সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আবার কোথাও কোথাও শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিলেও চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রিড়ানক এবং "শয়তানের এজেন্ট আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এই আধুনিক জাহেলি সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ

ক. নারী বর্জিত সমাজ ঃ এক শ্রেণীর লোকের ধারণা নারীর সাথে যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক রাখা অনুচিত। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নির্বান লাভের উপায় মনে করে এই নারী বর্জিত জীবনকে।

এই অপ্রাকৃতির বিধান আমরা দেখতে পাই বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম মতে। খৃষ্টান সমাজ তো 'এ্যাথনাইট' নামে নারী বর্জিত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রই গঠন করেছে। সমুদ্রের মাঝখানে সে দ্বীপ রাজ্যে কোনো নারী নেই। এমনকি মাদী কোনো কুকুর, বিড়ালও নেই। নারীর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এবং দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি আকর্ষণকে তারা শয়তানী প্ররোচনা মনে করে। নারীকে মনে করে শয়তানের দালাল। তারা নারীকে একটা অপবিত্র সত্তা ধরে নিয়েছে। তাদের মতে যে পবিত্রতা কামনা করে তার পক্ষে নারীকে ঘৃণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সমাজে নির্বাণ লাভের একমাত্র পথই হলো নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করা। নারীই পাপের উৎস।

খৃষ্টান ধার্মিকদের দর্শনও তাই। এই সব ধার্মিকেরা সন্যাসবাদের অপ্রাকৃতিক ও সমাজ বিরোধী জীবনকে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য মনে করে। এরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবিক ও দৈহিক শক্তির অপচয় করে।

এদের দ্বারা কি করে একটা স্নেহ, ভালোবাসা অধিকার কর্তব্য ও সাহায্য-সহানুভূতি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠতে পারে? এদের দ্বারা সৎ ও উন্নতিশীল কোনো সমাজ সভ্যতা কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না।